কুষ্টিয়া বন্ধ চিনিকলে নষ্ট হচ্ছে শত কোটির যন্ত্রপাতি

কুষ্টিয়া সুগার মিলের যাত্রা ১৯৬৫-৬৬ অর্থবছরে। শুরুর পর কয়েক বছর লাভের মুখ দেখলেও নব্বই দশকের পর থেকে ধারাবাহিক লোকসানের কবলে পড়ে মিলটি।

দীর্ঘ সময় পাহাড়সম লোকসানের বোঝা নিয়ে সচল রাখার চেষ্টা করা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। সর্বশেষ ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫৭ কোটি ৫৬ লাখ টাকা লোকসান গুনে আনুষ্ঠানিকভাবে মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ করে প্রতিষ্ঠানটি।

এদিকে দীর্ঘ চার বছর ধরে মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ থাকায় মিলের প্রায় ১০০ কোটি টাকার যন্ত্রাংশ এখন অযত্ন-অবহেলায় মরিচা ধরে নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া চিনি উৎপাদন শূন্যের কোঠায় নামলেও বর্তমানে কর্মরত ৭৫ কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেছনে প্রতি মাসে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ২৫ লাখ টাকা।

জানা যায়, শুরুতে লাভজনক হলেও নব্বই দশকের পর থেকেই মূলত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ এবং সীমাহীন দুর্নীতির কবলে পড়ে প্রতিষ্ঠানটি। বন্ধের সময় এর মোট পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০৬ কোটি ৫ লাখ টাকা।

মিলটির মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও বর্তমানে ৭৫ কর্মকর্তা- কর্মচারী কর্মরত। কাজ না থাকায় অধিকাংশ সময় তারা খোশগল্পে মগ্ন থাকেন। ইচ্ছামতো অফিসে আসা-যাওয়া করেন। তাদের পেছনে প্রতি মাসে সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় ২৫ লাখ টাকা। বর্তমানে মিলের একমাত্র সক্রিয় কাজ হলো ২২০ একর জায়গার মধ্যে কিছু জমি ও পুকুর লিজ দেওয়া, যা থেকে বছরে আয় মাত্র ২৭ লাখ টাকা।

কুষ্টিয়া সুগার মিলে দীর্ঘদিন ধরে ২০২ শ্রমিক-কর্মচারীর প্রায় ২৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা বকেয়া। মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার পর থেকেই এই বিপুল পরিমাণ পাওনা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন তারা।

অবসরপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মকর্তা কল্যাণ সমিতির সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস জানান, মিল বন্ধের সময় ২৬২ জনের প্রায় ২১ কোটি টাকা বকেয়া ছিল। ২০২৫ সাল পর্যন্ত আরও ১০০ শ্রমিকের প্রায় সাড়ে

তিন কোটি টাকা বকেয়া। অর্থের অভাবে শ্রমিকরা সুচিকিৎসা করাতে পারছেন না এবং সন্তানদের পড়াশোনা থেকে শুরু করে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত থমকে গেছে। ফলে দ্রুত বকেয়া পরিশোধ ও মিল চালুর দাবি জানান তিনি।

দীর্ঘদিন ধরে মিলটি বন্ধ থাকায় প্রায় ১০০ কোটি টাকার মূল্যবান যন্ত্রাংশ এখন নষ্ট হওয়ার পথে। বছরের পর বছর অযত্ন-অবহেলায় পড়ে থাকা এসব যন্ত্রপাতিতে মরিচা ধরার শঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এদিকে, ২০২১ সালের ৩ জুন মিলের গোডাউন থেকে ৫২ দশমিক ৭ টন চিনি ‘রহস্যজনকভাবে’ গায়েবের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্টোরকিপার ফরিদুল হকসহ তিনজনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলা করে। মামলার অন্য আসামিরা হলেন- তৎকালীন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আল-আমীন ও সর্দার বশির উদ্দিন। বন্ধ চিনিকলের গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ চিনি গায়েবের ঘটনা সে সময় দেশব্যাপী ব্যাপক আলোচিত হয়।

কুষ্টিয়া রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. হামিদুল ইসলাম জানান, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তেল-গ্রিজ দিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ না করলে যন্ত্রপাতির ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ নষ্ট হতে পারে। মিলের আশপাশ অঞ্চলের চাষিরা আখ চাষে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।

কৃষকদের দাবি, সরকারিভাবে যে বীজ দেওয়া হয় তা উচ্চফলনশীল নয় এবং ফসল ঘরে তুলতে ১৮ মাস সময় লাগে, যেখানে অন্যান্য ফসল বছরে তিনবার হয়।

সুগার মিল এলাকার আখ চাষি মনিরুজ্জামান আতু জানান, এবার পাঁচ চাষি সুগার মিলের প্রায় ২০ একর জমি লিজ নিয়ে আখ চাষ করছেন। নানা সংকট এবং চ্যালেঞ্জের কারণে চাষিরা দিন দিন আখ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, “আখ চাষিদের সরকারিভাবে যে প্রণোদনা দেওয়া হয়, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। আবার যে প্রণোদনা আসে সেটিও হাতেগোনা কয়েকজন পান। এছাড়া সরকারিভাবে যে বীজ দেওয়া হয়, সেটিও উচ্চ ফলনশীল জাতের নয়। যে কারণে বিঘাপ্রতি ফলন অত্যন্ত কম। আখ চাষ করে ফসল ঘরে তুলতে ১২ থেকে ১৮ মাস পর্যন্ত সময় লাগে। অথচ অন্য ফসলের ক্ষেত্রে বছরে তিনটি ফসল করা যায়।”

কুষ্টিয়া সুগার মিল আধুনিকায়ন ও রক্ষা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আবু

মনি সাকলায়েন এলিন বলেন, “দীর্ঘদিন ধরে মিলটি চালুর বিষয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করছি। সরকারের কাছে জোর দাবি, অবিলম্বে কুষ্টিয়া সুগার মিল চালুর বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।”

তিনি আরও বলেন, “আখ চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জমির সংকট রয়েছে। কেননা, আখ চাষে প্রায় এক থেকে দেড় বছর সময় লাগে। আর আখ চাষের ক্ষেত্রে সরকারি প্রণোদনা চাষিরা তেমন পান না।”

চিনিকলটি পুনরায় চালুর বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সদস্য সচিব প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার বলেন, “মিলটি পুনরায় চালুর জন্য বর্তমান সরকার যথেষ্ট আন্তরিক। মিলটি চালু করতে হলে মাড়াই মৌসুমে প্রায় ৬০ থেকে ৮০ হাজার মেট্রিক টন আখ লাগবে। তবে সনাতনী পদ্ধতিতে চাষ করলে বছরে প্রায় ৪০ হাজার মেট্রিক টনের বেশি আখ উৎপাদন হবে না। সেজন্য উচ্চ ফলনশীল জাতের আখ চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছি।”

তিনি বলেন, “যদি উচ্চ ফলনশীল জাতের আখ চাষ করতে পারি তাহলে দুই হাজার একর জমিতেই বছরে প্রায় এক লাখ ২০ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন সম্ভব হবে। আশার কথা, চলতি বছর অনেক কৃষকই পরিবর্তে উচ্চ ফলনশীল জাতের আখ চাষ শুরু করেছেন।”

কুষ্টিয়া সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসুমা আক্তার জানান, কুষ্টিয়াসহ ছয়টি সুগার মিল কবে নাগাদ চালু হতে পারে, সে বিষয়ে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই। এছাড়া যন্ত্রপাতি কতটুকু কার্যক্ষম তা যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া বলা সম্ভব নয়। তবে মিলটি চালুর বিষয়ে আমরা আশাবাদী।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অবৈধ সিগারেট কারখানা সিলগালা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অবৈধভাবে পরিচালিত একটি সিগারেট কারখানায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ১ লাখ শলাকা নকল সিগারেট জব্দ করেছে র্যাব-১২ কুষ্টিয়া। একই সঙ্গে কারখানাটি সিলগালা করা হয়েছে।

শনিবার রাত প্রায় ৩টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত উপজেলার সদর ইউনিয়নের গড়বাড়িয়া গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

র্যাব ও কাস্টমস বিভাগের যৌথ অভিযানে একটি গুদামে গড়ে তোলা অবৈধ সিগারেট তৈরির কারখানার সন্ধান পাওয়া যায়।

র্যাব ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গড়বাড়িয়া গ্রামের হাবিব মাস্টারের ফার্মে অভিযান চালানো হয়। সেখানে অবৈধভাবে সিগারেট উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত পাঁচটি মেশিন উদ্ধার করা হয়। এছাড়া বিপুল পরিমাণ নকল সিগারেট, কাঁচামাল ও সিগারেট তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে। তবে অভিযানের সময় কাউকে আটক করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে এখনো নিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি র্যাব।

অভিযানকালে দেশীয় উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ অবৈধ সিগারেট, অবৈধ ব্যান্ডরোল, সিগারেট তৈরির ৬টি মেশিন, প্রায় এক লাখ শলাকা ডার্বি ও স্টার ব্র্যান্ডের সিগারেট, একটি পিকআপ (কাভার্ডভ্যান), ১৪০ কেজি প্রক্রিয়াজাত তামাক, ২৪ হাজার সিগারেট ফিল্টার, একটি মোটরসাইকেল ও একটি বক্সভ্যান জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মালামালের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ১৫ কোটি টাকা বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে আরও জানা যায়, কুষ্টিয়ার দৌলতপুরসহ জেলার বিভিন্ন এলাকায় দিন দিন অবৈধ সিগারেট কারখানার বিস্তার ঘটছে।

সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে এসব কারখানায় নকল ও নিম্নমানের তামাকজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করা হচ্ছে। এতে একদিকে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে, অন্যদিকে জনস্বাস্থ্যও মারাত্মক ঝুঁকির মুখে পড়ছে।

এ বিষয়ে গুদামের মালিক হাবিব মাস্টার জানান, প্রায় দেড় মাস আগে শাকিল নামের এক ব্যক্তির কাছে মাসিক ৪০ হাজার টাকায় গুদামটি ভাড়া দেন। সেখানে নকল সিগারেট তৈরির কার্যক্রম চলছিল, এমন বিষয়ে তিনি অবগত ছিলেন না।

তিনি আরও বলেন, “আমি একজন স্কুলশিক্ষক। স্কুলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ওই দিকে খুব একটা যাওয়া হয় না।”

র্যাব-১২ কুষ্টিয়া ক্যাম্প কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার

সুদীপ্ত সরকার জানিয়েছেন, জব্দ করা মালামাল ও কারখানাটি নিয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের ইতোমধ্যে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের খুব দ্রুত আইনের আওতায় নেওয়া হবে।

আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তারা জানান, অবৈধভাবে নকল সিগারেট উৎপাদন করে বাজারে সরবরাহের মাধ্যমে সরকারকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। একই সঙ্গে নিম্নমানের তামাক ও ক্ষতিকর উপাদান ব্যবহারের কারণে জনস্বাস্থ্যের জন্যও এটি বড় ধরনের ঝুঁকি তৈরি করছিল।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কারখানাটিতে দীর্ঘদিন ধরে সন্দেহজনক কার্যক্রম চললেও বাইরে থেকে সেটি সাধারণ গুদামঘরের মতো দেখাত। অভিযানের পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

তবে এ বিষয়ে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানতে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাদের পক্ষ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি।

শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন শুরু

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ কুঠিবাড়ি-তে তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করা হয়েছে।
আজ শুক্রবার বিকেলে কুঠিবাড়ির মূলমঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব কানিজ মওলা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ, কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য আফজাল

হোসেন, সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য ফরিদা ইয়াসমিন, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক তৌহিদ-বিন-হাসান, কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রশাসক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী বলেন, “রবীন্দ্র কুঠিবাড়িকে আন্তর্জাতিক মানের পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এ বিষয়ে সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ চলছে। কুঠিবাড়ি বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক অনন্য অংশ।”
তিনি আরও বলেন, “প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন দেশের গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থানগুলোকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে বর্তমান সরকার কাজ করছে। শিলাইদহ কুঠিবাড়িও সেই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।”
তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্য একে অপরে পরিপূরক। বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান অনন্য, অসাধারন। বাংলা সাহিত্যের সব কটি ধারা তার লেখনীতে সমৃদ্ধ। বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই একটি নিজস্ব অধ্যায় রয়েছে। যে অধ্যায় বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে এক মহান উচ্চতা। রবীন্দ্রনাথ বাংলার কবি, বাঙালির কবি। তারও অধিক তিনি ছিলেন বিশ্বচরাচরের কবি ; বিশ্বকবি। পরে বিশ্বকবি রচিত জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। তিনদিনব্যাপী এই আয়োজনকে ঘিরে কুঠিবাড়ি প্রাঙ্গণে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। দেশ-বিদেশ থেকে আগত রবীন্দ্রপ্রেমী, সংস্কৃতিকর্মী ও দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখর হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা।
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ উৎসবে রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রসংগীত, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য পরিবেশনা ও আলোচনা সভা। জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের শিল্পীরা এতে অংশ নিচ্ছেন।
উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েকস্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা পুরো এলাকা জুড়ে দায়িত্ব পালন করছেন।
উল্লেখ্য, জমিদারি দেখাশোনার জন্য ১৮৯১ সালে প্রথম শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে আসেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এরপর বারবার তিনি এই কুঠিবাড়িতে ফিরে আসেন। পদ্মা নদীর পাড়ঘেঁষা নিভৃত এই পরিবেশে বসেই তিনি রচনা করেন অসংখ্য কালজয়ী সাহিত্যকর্ম। এখানকার অনুপ্রেরণায় রচিত গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্যই তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি এখানে বসেই রচনা করেন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতসহ বহু অমর সৃষ্টি। আজও কুঠিবাড়িতে সংরক্ষিত রয়েছে কবিগুরুর

ব্যবহৃত নানা স্মৃতিচিহ্ন।

শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে ৩দিন ব্যাপী জন্মজয়ন্তী উৎসব

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫ তম জন্মবার্ষিকীতে আজ শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্ধোধন। ২৫শে বৈশাখ বিশ্বকবির ১৬৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে শিলাইদহের ঠাকুর বাড়িতে আজ শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে তিনদিন ব্যাপী আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও গ্রামীন মেলা।

জানা যায়, পৈত্রিক জন্মস্থান জোড়াসাঁকো থেকে স্বপরিবারে এখানে এসে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনের অনেক মুল্যবান সময় কাটিয়েছেন তাঁর স্মৃতিধন্য শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে। এখানে বসেই গীতাঞ্জলী অনুবাদ করে পেয়েছেন বিশ্বকবির খ্যাতি। তিনি রচনা করেছেন নৌকা ডুবিসহ কালজয়ী সব কাব্যগ্রন্থ, ডাকপিওনসহ ছোট গল্প, নাটক ও উপন্যাস।

৮ মে জাতীয়ভাবে কবিগুরুর জন্মবার্ষিকী উদযাপন হচ্ছে কুষ্টিয়ার শিলাইদহের রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে। পরিপাটি করে সাজানো হয়েছে বাড়ির আঙিনা থেকে শুরু করে প্রতিটি প্রান্তর। রঙের আঁচরে অপরুপ হয়ে উঠছে কুঠিবাড়ি। ঝেড়ে,মুছে,পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে কবির ব্যবহৃত আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সব স্মৃতিচিহৃ। আঙিনায় বাঁশ,কাঠ,ত্রিপল দিয়ে চলছে মঞ্চ ও দর্শনার্থীদের বসার স্থান।

কুঠিবাড়ীর মিউজিয়ামের গাইড শাহজাহান জানালেন, পালকি, শয়ন খাট, আলমিরাসহ সকল কিছু পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। এই কয়দিন তাদের ছিল না কোন ফুরসুত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ জন্ম গ্রহন করেন। বংশ পরম্পরায় জমিদার হয়েও প্রজাদের ভালোবাসতেন মন প্রাণ দিয়ে। তাই পচিশে বৈশাখ কবির জন্ম উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে কুমারখালীর

শিলাইদহের স্মৃতি বিজড়িত কুঠিবাড়ী। এরই মধ্যে উৎসবের রঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে সব খানে। নতুন করে সাজানো হয়েছে ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনা, কবির স্মৃতি চিহ্ন ও রবীন্দ্র মঞ্চও। আসতে শুরু করেছেন কবীর ভক্ত অনুরাগীরা। বৈশাখের বর্ণিল এই উৎসবকে সামনে রেখে কুঠিবাড়িতে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুুতি।

একদিকে বাঁশ, কাঠ দিয়ে চলছে মঞ্চ তৈরি অন্যদিকে রং তুলির শেষ আঁচড়ে কুঠিবাড়ী হয়ে উঠছে ঝকঝকে তকতকে। ঠাকুর বাড়িতে বসবে তিন দিনের আয়োজন। রং বেরঙের বাহারি পণ্য দিয়ে দোকান সাজাতে ব্যস্ত দোকানীরা। সেদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের গান পরিবেশন করবেন দেশ ও দেশের বাইরে থেকে আসা শিল্পী ও রবীন্দ্র সংগীতের দল। অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে সংস্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন চলবে গ্রামীণ মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উৎসবের তিন দিনই উন্মুক্ত থাকবে ঠাকুরের কুঠি বাড়ি। মঞ্চে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তুলে। ধরা হবে কবির কর্মময় জীবনী। গবেষক ভক্ত অনুরাগীদের মিলন মেলায় পরিনত হবে ঠাকুর বাড়ি, আশা আয়োজকদের। এ ব্যাপারে কুঠিবাড়ীর কাষ্টোডিয়ান মোঃ আল আমিন জানান, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় ও কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে থাকছে আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা। আয়োজন সফল করতে ইতোমধ্যে সবধরণের প্রস্তুুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

উদ্ধোধনী দিনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখবেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সবিচ কানিজ মাওলার সভাপতিত্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও কর্মময় জীবন নিয়ে স্বারক বক্তব্য রাখবেন অধ্যাপক ড. ওয়াকিল আহমেদ, পলিসি ও স্ট্রাটেজী, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় উপদেষ্টা ডাঃ জাহেদ উর রহমান, কুষ্টিয়া-১- আসনের সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ, সাব্কে সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ তৌহিদ বীন হাসান।

আলোচনা সভা শেষে জেলা শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে কবি গরুর লেখা রবীন্দ্র সংগীত, কবিতা পাঠসহ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অগ্নিকাণ্ডে কৃষকের ঘরবাড়ি ভস্মীভূত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে এক কৃষকের বসতবাড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। প্রায় দুই ঘণ্টার আগুনে তিনটি বসতঘর, ঘরের আসবাবপত্র, টিন, নগদ টাকা, খাদ্যশস্য ও কাপড়চোপড়সহ সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ১০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার আড়িয়া ইউনিয়নের আব্দুলপুর ঘোগা এলাকায় বাহাদুর আলীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যরা জানান, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে বাহাদুর আলীর বাড়িতে আগুন দেখতে পান প্রতিবেশীরা। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত। বিদ্যুতের শকের ভয়ে প্রথমে কেউ আগুন নেভাতে এগিয়ে আসেননি। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে আগুন জ্বলতে থাকে এবং তিনটি ঘরসহ ঘরের সব জিনিসপত্র পুড়ে যায়। পরে স্থানীয়রা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

ঘটনার সময় পরিবারের কেউ বাড়িতে ছিলেন না। বাহাদুর আলী মাঠে কৃষিকাজে ব্যস্ত ছিলেন এবং তার স্ত্রী-সন্তানরা একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন।

ক্ষতিগ্রস্ত বাহাদুর আলী বলেন, “আগুনে আমার তিনটি ঘরসহ খাট, চেয়ার, টেবিল, আলনা, টিন, ড্রেসিং টেবিল, হাঁড়ি-পাতিল, বাক্স, চাল, ধান ও নগদ টাকাসহ সবকিছু পুড়ে গেছে। এখন পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেই। প্রায় ১০-১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।”

প্রতিবেশীরা জানান, আগুনে বাহাদুর আলীর সবকিছু পুড়ে যাওয়ায় তিনি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। তারা দ্রুত সরকারি সহায়তার দাবি জানান।

দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অনিন্দ্য গুহ বলেন, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সরকারিভাবে সহায়তা প্রদান করা হবে।

কুষ্টিয়ার খোকসায় সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ভ্যানচালকের

কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ঝন্টু দাস
(৪২) নামে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার একতারপুর (পালপাড়া) এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ঝন্টু দাস খোকসা উপজেলার কমলাপুর ঋষিপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নিজ ভ্যান চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি উল্টে গেলে তিনি গুরুতর আহত হন। দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খোকসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান।

হাসপাতালে নেওয়ার পর দায়িত্বরত চিকিৎসক আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আবির হোসেন সোহাগ তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ বিষয়ে খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জানান, নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পল্লী চিকিৎসকের ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় পল্লী চিকিৎসক জাহাঙ্গীর আলমের ওপর সন্ত্রাসী হামলা, কুপিয়ে জখম ও টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী ও পল্লী চিকিৎসকরা।

মঙ্গলবার (৫ মে) দুপুরে উপজেলার আল্লারদর্গা জয়ভোগা এলাকায় আয়োজিত এ কর্মসূচি থেকে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধনে দৌলতপুর উপজেলা পল্লী চিকিৎসক সমিতির সভাপতি সাইফুল ইসলাম শাহীন বলেন, “আমাদের সমিতির সদস্য জাহাঙ্গীর আলমের ওপর হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয়। দ্রুত আসামিদের গ্রেফতার ও সুষ্ঠু বিচার নিশ্চিত না হলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করবো।”

সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি মো. সুমন আলী বলেন, “জাহাঙ্গীর আলম একজন সৎ ও ভালো মানুষ। রাতে আঁধারে তার ওপর হত্যাচেষ্টা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।”

তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে আরও বলেন, ঘটনার পরও আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তাদের গ্রেফতারে এখনো দৃশ্যমান কোনো উদ্যোগ নেই, যা অত্যন্ত দু:খজনক।

এদিকে পল্লী চিকিৎসক আবু সাঈদ অভিযোগ করে বলেন, “ঘটনার পরও আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমাদের হুমকি দিচ্ছে। মামলা হলেও পুলিশ এখনো কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না, যা উদ্বেগজনক।”

এলাকাবাসী আবদুর রশীদ মাস্টার দ্রুত বিচার দাবি করে বলেন, এ ধরনের ঘটনা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ছাড়া বন্ধ হবে না।

উল্লেখ্য, গত ২৮ এপ্রিল রাতে আল্লারদর্গা বাজার থেকে নিজ বাড়ি ফেরার পথে জয়ভোগা চাররাস্তার মোড়ে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে পল্লী চিকিৎসক জাহাঙ্গীর আলমকে গুরুতর জখম করে এবং তার কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় ১ মে দৌলতপুর থানায় ভুক্তভোগীর ভাই আবু সাঈদ বাদী হয়ে ৯ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও কয়েকজনকে

আসামি করে মামলা দায়ের করেন। আহত জাহাঙ্গীর আলম জয়ভোগা গ্রামের মৃত ফজলুল হকের ছেলে।

কুষ্টিয়ায় পীর হত্যা মামলার আরো এক আসামি গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নে কথিত পীর আব্দুর রহমান ওরফে শামীম জাহাঙ্গীর (৫৭) হত্যা মামলার আরো এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কুষ্টিয়া সিপিসি-১, র্যাব-১২ কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ্ত সরকার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

গ্রেপ্তার ব্যক্তির নাম রাজীব মিস্ত্রি। তিনি মামলার এজাহারভুক্ত ৩ নম্বর আসামি। ফিলিপনগর ইউনিয়নের পশ্চিম দক্ষিণ গ্রামের বাসিন্দা গাজী মিস্ত্রির ছেলে রাজীব।

বিজ্ঞপ্তিতে র্যাব জানায়, বৃহস্পতিবার রাত ১১টার দিকে র্যাব-১২, সিপিসি-১ কুষ্টিয়া ও র্যাব-৫ সদর কোম্পানির যৌথ অভিযান চালিয়ে রাজীব মিস্ত্রিকে রাজশাহীর গোদাগাড়ী থানাধীন থানা রোড নাসিম হেয়ার ড্রেসারের সামনে থেকে গ্রেপ্তার করে। তিনি মামলার ৩ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি।

এর আগে এই হত্যা মামলায় রবিবার ফিলিপনগর ইউনিয়নের দক্ষিণ-পশ্চিম ফিলিপনগর গ্রামের বাসিন্দা বিপ্লব হোসেন (২৬), আলিফ ইসলাম (২৩) ও সোমবার রাতে ইসলামপুর গ্রামের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী আলমগীর হোসেনকে (১৬) গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

গত ১১ এপ্রিল দুপুর আড়াইটার দিকে ইসলাম ধর্ম বিকৃতির অভিযোগে দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নে শামীম জাহাঙ্গীর নামে এক পীরের আস্তানায় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও মূল্যবান সামগ্রী লুটপাট

করে বিক্ষুব্ধ লোকজন। এ সময় পীর শামীম জাহাঙ্গীর ও তার অনুসারীদের মারধর করেন তারা। পরে শামীম জাহাঙ্গীরকে আহত অবস্থায় দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

ঘটনার পরদিন দুপুরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে কড়া পুলিশ পাহারায় ফিলিপনগর এলাকার পশ্চিম-দক্ষিণ কবরস্থানে শামীম জাহাঙ্গীরের দাফন সম্পন্ন হয়।

গত ১৩ এপ্রিল রাতে দৌলতপুর থানায় নিহত শামীম জাহাঙ্গীরের বড় ভাই অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক ফজলুর রহমান বাদী হয়ে চারজনের নাম উল্লেখ ও ১৮০ থেকে ২০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করে মামলা করেন।

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে পীর শামীম জাহাঙ্গীর হত্যা মামলায় দুইজন গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর ইউনিয়নে পীর আব্দুর রহমান ওরফে শামীম জাহাঙ্গীর (৫৭) হত্যা মামলায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

সোমবার (২৭ এপ্রিল) রাতভর অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন পশ্চিম দক্ষিণ ফিলিপনগর এলাকার নাহারুল মন্ডলের ছেলে বিপ্লব এবং রবিউল ইসলামের ছেলে আলিফ ইসলাম।

দৌলতপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, প্রাথমিক ভিডিও ফুটেজ ও অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরে তাদের আদালতের মাধ্যমে কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

তিনি আরও জানান, ফরজ আলী নামে একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায়

নেওয়া হলেও পরে তাকে পরিবারের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য, কোরআন অবমাননার অভিযোগকে কেন্দ্র করে গত ১১ এপ্রিল ফিলিপনগরের দরবার শরিফে পীর শামীম জাহাঙ্গীরকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। এ সময় দরবারে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে এবং তিনজন অনুসারী আহত হন।

এ ঘটনায় ১৩ এপ্রিল নিহতের বড় ভাই ফজলুর রহমান বাদী হয়ে দৌলতপুর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় চারজনের নাম উল্লেখসহ ১৮০ থেকে ২০০ জন অজ্ঞাতনামাকে আসামি করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় পার্সেলে রাখা বোমা বিস্ফোরণে ভ্যানচালক আহত

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় একটি পার্সেলে রাখা ‘বোমা’ বিস্ফোরণে নাসির শেখ (৫০) নামের এক ভ্যানচালক আহত হয়েছেন। সোমবার (২৭ এপ্রিল) রাত ১০টার দিকে উপজেলার লাহিনী বটতলা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ব্যাটারিসহ বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আহত নাসির শেখ লাহিনী কর্মকার পাড়ার বাহের শেখের ছেলে। তাকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, রাতে দুজন অপরিচিত ব্যক্তি ভ্যানচালক নাসিরকে ৩০ টাকা ভাড়া দিয়ে একটি ব্যাগভর্তি পার্সেল লাহিনী জোয়ার্দার পাড়ার বাসিন্দা হামিদুল ইসলামের বাড়িতে পৌঁছে দিতে বলেন।

পার্সেলটি নিয়ে হামিদুল ইসলামের বাড়িতে গেলে তিনি সেটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। পরে পার্সেলটি নিয়ে পুনরায় লাহিনী বটতলা এলাকায় ফিরে আসেন নাসির। সেখানে একটি ফলের দোকানের সামনে স্থানীয়দের উপস্থিতিতে পার্সেলটি খোলা হলে ভেতরে একটি কাঠের বাক্স পাওয়া যায়। বাক্সটি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সেটি বিস্ফোরিত হয়।

আহত নাসির শেখ জানান, পার্সেল দেওয়া দুই ব্যক্তিকে তিনি চিনতেন না। তারা নিজেদের গাড়ির ড্রাইভার পরিচয় দিয়েছিল এবং হামিদুল ইসলামের সঙ্গে পরিচিত বলে দাবি করেছিল। বিস্ফোরণে পাশের একটি ফলের দোকানের ফ্রিজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

হামিদুল ইসলাম বলেন, তিনি কোনো পার্সেল অর্ডার করেননি, তাই সেটি গ্রহণ করেননি। তিনি পূর্ব শত্রুতার জেরে কিছু ব্যক্তিকে এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন বলে সন্দেহ করছেন।

কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) হোসেন ইমাম জানান, আহত ব্যক্তি বর্তমানে শঙ্কামুক্ত। স্লিন্টার জাতীয় কিছুর আঘাতে তার শরীরের নিম্নাংশে আঘাত লেগেছে। প্রাথমিকভাবে ব্যাটারি বিস্ফোরণের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।